Naya Jamana Evening Edition.....22 July...2026_Layout 1 27-07-2026 17:56 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১০ শ্রাবন্ ।। ১৪৩৩।। সোমবার ২৭ জুলাই ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৪১০ সংখ্যা ।। ৪ পাতা

আরশোলা'র অরাজকতা মানা যায় না! জাতীয় পতাকা হাতে পালটা প্রতিবাদে মিছিল বিজেপির

কিছুতেই বিয়ে হচ্ছে না! অবসাদে মাত্র ৬ মাসে মহারাষ্ট্রে আত্মঘাতী ২৯ যুবক

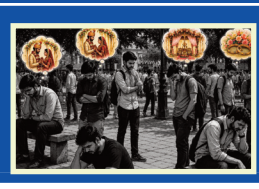

ইউক্রেন যুদ্ধে যৌন নির্যাতনকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার রুশ সেনার! রাষ্ট্রসংঘে কাঠগড়ায় রাশিয়া

এনডিএ বৈঠকে এনসিপিআই

শুভেন্দুর সঙ্গে বৈঠকে বাংলার সাংসদরা

নয়া জামানা ঃ জাতীয় রাজনীতিতে ফের নতুন মোড়। এনডিএ-র বৈঠকে এবার আমন্ত্রণ পেলেন তৃণমূল ছেড়ে আসা এনসিপিআই সাংসদরা। আর তার ঠিক আগে, মঙ্গলবার দুপুরে দিল্লির বঙ্গভবনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন বাংলার এনসিপিআই সাংসদরা। এই বৈঠকের কথা নিজেই জানিয়েছেন সাংসদ শতাব্দী রায়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠছে, তবে কি এবার বিজেপিতেই মিশে যেতে চলেছে এনসিপিআই? দলবদলের চূড়ান্ত রূপরেখা কী হবে, তা মঙ্গলবারের বৈঠকের পরই স্পষ্ট হবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।এনসিপিআই সাংসদ শতাব্দী রায় জানিয়েছেন, মঙ্গলবার বেলা ১টায় বঙ্গভবনে এই বৈঠক হওয়ার কথা, যেখানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দলের সব সাংসদের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলবেন এবং তাঁদের বক্তব্য শুনবেন। তাঁর ভাষায়, এতদিন যা প্রকাশ্যে বলা যায়নি, এবার হয়তো সে সব কথা তোলার সুযোগ মিলবে। দলবদলের গোটা প্রক্রিয়া নিয়মমাফিকভাবেই হয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি। তাঁর মতে, নির্বাচন কমিশনের তরফে শীঘ্রই সংক্রান্ত নথি আসবে, আর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন লোকসভার স্পিকার। সেই নথির অপেক্ষাতেই রয়েছে গোটা প্রক্রিয়া।উল্লেখ্য, তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে ১৯ জন সাংসদ দিল্লিতে গিয়ে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করে এনসিপিআই সাংসদ হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির আবেদন জানিয়েছিলেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়দের নেতৃত্বে। তাঁরা এনডিএ-র শরিক হতে চাওয়ায় লোকসভায় শরিক দলগুলির পাশে আসন বরাদ্দেরও দাবি জানানো হয়েছিল। এই দলবদলের ফলে এনডিএ তাদের বৃহত্তম শরিক পেতে চলেছে, কারণ জোটের অন্য কোনও শরিক দলের সাংসদ সংখ্যা এত বেশি নয়।বাদল অধিবেশন শুরুর ঠিক আগে, গত ১৯ জুলাই সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু এনসিপিআইকে চিঠি লিখে সর্বদল বৈঠকে যোগদানের আমন্ত্রণ জানান, যাতে অংশও নেন এনসিপিআই সাংসদরা। এবার মঙ্গলবার ফের এনডিএ-র বৈঠকে ডাক পেয়েছে দলটি।

জলে ডুবেছে অঙ্গনওয়াড়ি

নয়া জামানা ঃ কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া ২ ব্লকের শ্রীবাটী গ্রাম পঞ্চায়েতের মুল্টি গ্রামে অঙ্গনওয়াড়ি জলে ডুবে গেছে। মাঝ মাঠে থাকা সরকারি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি সম্পূর্ণ জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। কেন্দ্রের চারপাশে জল জমে থাকায় সেখানে পৌঁছানো কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এদিকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের চারপাশে জল জমে থাকায় শিশু এবং মায়েদের পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফলে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে এলাকায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রায় আড়াই বছর আগে সরকারি অর্থে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ভবন নির্মিত হলেও আজ পর্যন্ত সেখানে নিয়মিত পরিষেবা শুরু হয়নি। কেন্দ্রে যাওয়ার উপযুক্ত রাস্তা নেই, পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই এবং বিদ্যুৎ সংযোগও করা হয়নি।গ্রামবাসীদের দাবি, গত প্রায় ২৪ বছর ধরে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী শোভা দাস নিজের বাড়ি থেকেই কেন্দ্র পরিচালনা করছেন। অভিযোগ, নতুন সরকারি ভবনে ক্লাস না করিয়ে শুধুমাত্র খাবার বিতরণ করা হতো।

পরিযায়ী শ্রমিকরা ফিরুন, কাজ দেব

সিকিম দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নয়া জামানা ঃ সিকিমে সুড়ঙ্গ দুর্ঘটনায় মৃত পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার জলপাইগুড়ি জেলাশাসকের দফতরে গিয়ে মৃতদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি এবং প্রতিটি পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা করে চেক তুলে দেন। পাশাপাশি পরিবারের একজন সদস্যকে হোমগার্ডের চাকরি দেওয়ারও ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।এদিন বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে হেলিকপ্টারে জলপাইগুড়ি সাই স্পোর্টস কমপ্লেক্সের অস্থায়ী হেলিপ্যাডে অবতরণ করেন শুভেন্দু অধিকারী। সেখান থেকে সড়কপথে যান জেলাশাসকের দফতরে। সেখানেই মৃত শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। এরপর ফের হেলিপ্যাডে ফিরে চপারে করে চলে যান জল্পেশ মেলার মাঠে। জল্পেশ মন্দিরে পুজো দিয়ে দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দেন তিনি, যেখানে বিজেপির পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। কর্মসূচি শেষে শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা দেওয়ার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর।জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটা ব্লকের মৃত আনন্দ টপ্পোর স্ত্রী আইনো মাঝি, বোলো ওরাওঁয়ের স্ত্রী সরস্বতী ওরাওঁ, অর্জুন সাওতালের মা পার্বতী সাওতাল এবং মাটিয়ালি ব্লকের মৃত বিকেশ্বর ওরাওঁয়ের স্ত্রী দেবিকা ভুঁইয়াকে চেক তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও অমিত লাল গোরের পরিজন কৌসিলা গৌর, গার্বালি টিজ্ঞার ভাই পাসকালি টিজ্ঞা, শ্যাম ওরাওঁয়ের বাবা ধর্মা ওরাওঁ, আদেশ ওরাওঁয়ের স্ত্রী ঋতিকা কাচুয়া এবং শিবা ওরাওঁয়ের মা সুক্কারো লোহারের হাতেও অনুদান তুলে দেওয়া হয়।আলিপুরদুয়ার জেলা থেকেও কয়েকটি পরিবার এই সাহায্য পেয়েছে। ফালাকাটা ব্লকের মৃত গোরা ওরাওঁয়ের স্ত্রী ললিতা মিন্‌জ ওরাওঁ এবং বীরপাড়া-মাদারিহাট ব্লকের মৃত দপতিরাম দাসের স্ত্রী চম্পা দাস ও টুটুন দাসের মা সুমিত্রা দাসকেও ৫ লক্ষ টাকা করে চেক দেওয়া হয়।এই উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, মানবিক দায়বদ্ধতা থেকেই এই সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। তিনি জানান, ওই শ্রমিকরা সিকিমে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে গিয়েছিলেন, কারণ রাজ্যে পর্যাপ্ত কাজের সুযোগ ছিল না। তবে আগামী দিনে রাজ্য সরকার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে বলে আশ্বাস দেন তিনি।মুখ্যমন্ত্রী জানান, সিকিম সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল মিলিয়ে মোট ২১ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে প্রতিটি পরিবারকে; যার মধ্যে সিকিম সরকারের তরফে ৪ লক্ষ টাকা এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার তরফে ৫ লক্ষ টাকা রয়েছে। এছাড়া সাতটি পরিবারকে ইতিমধ্যেই হোমগার্ডের চাকরি দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। যাঁদের হোমগার্ডের চাকরি দেওয়া সম্ভব হয়নি, তাঁদের সিভিক ভলান্টিয়ার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এটি একটি সুড়ঙ্গ দুর্ঘটনা এবং সিকিম প্রশাসন ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও জানান তিনি। পরিযায়ী শ্রমিকরা যাতে রাজ্যে ফিরে আসেন এবং স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ পান, সে বিষয়ে সরকার উদ্যোগী হবে বলেও আশ্বস্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী।

Naya Jamana Evening Edition.....22 July...2026_Layout 1 27-07-2026 17:56 Page 2

এই দেশে চালু হল ২০০ ও ৫০০ টাকার ভারতীয় নোট

নয়া জামানা ডেক্স ঃ প্রায় এক দশকের বিধিনিষেধের অবসান ঘটিয়ে ভারতীয় পর্যটক ও ব্যবসায়ীদের জন্য বড় সিদ্ধান্ত নিল নেপাল। এবার থেকে ভারতীয় এবং নেপালি নাগরিকরা নেপালে ২০০ ও ৫০০ টাকার ভারতীয় নোট বহন করতে পারবেন। তবে এর জন্য কিছু নির্দিষ্ট শর্ত মানতে হবে। নেপাল রাষ্ট্র ব্যাঙ্ক সম্প্রতি এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি পুনরায় প্রকাশ করে নতুন নিয়ম কার্যকর হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করেছে।

২০১৬ সালে ভারতে নোটবন্দির পর নেপাল ১০০ টাকার বেশি মূল্যের ভারতীয় নোটের ব্যবহার ও প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছিল। ফলে ভারতীয় পর্যটক ও সীমান্তবর্তী ব্যবসায়ীদের নানা সমস্যার মুখে পড়তে হয়।

এতদিন নেপালে কেবল ১০০ টাকা বা তার কম মূল্যের ভারতীয় নোট বহনের অনুমতি ছিল। নতুন সিদ্ধান্তে সেই দীর্ঘদিনের বিধিনিষেধ অনেকটাই শিথিল হল।নেপাল রাষ্ট্র ব্যাঙ্কের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ২০১৬ সালের ৯ নভেম্বরের পরে ইস্যু হওয়া ২০০ ও নতুন ৫০০ টাকার ভারতীয় নোট এখন নেপালে নিয়ে যাওয়া বা সেখান থেকে ফেরত আনা যাবে। তবে একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ভারতীয় মুদ্রা বহন করতে পারবেন। এই সীমা আগের মতোই অপরিবর্তিত রয়েছে।নেপাল রাষ্ট্র ব্যাঙ্কের মুখপাত্র গুরু প্রসাদ পাউডেল জানিয়েছেন, এই সিদ্ধান্ত মূলত ভারত থেকে নেপালে ভ্রমণকারী পর্যটক এবং দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সুবিধার জন্য নেওয়া হয়েছে। ভারত ও নেপালের মধ্যে দীর্ঘদিনের উন্মুক্ত সীমান্ত এবং ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সম্পর্কের কথা মাথায় রেখেই এই পরিবর্তন করা হয়েছে।তবে নতুন নিয়মের সঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্তও রয়েছে। নেপালি নাগরিকরা ভারত ছাড়া অন্য কোনও দেশ থেকে ভারতীয় মুদ্রা নিয়ে নেপালে প্রবেশ করতে পারবেন না। একইভাবে, নেপাল থেকে ভারতীয় মুদ্রা নিয়ে অন্য কোনও দেশে যাওয়ারও অনুমতি নেই। ভারতই একমাত্র ব্যতিক্রম।এছাড়া বিদেশি মুদ্রা বহনের ক্ষেত্রেও নিয়ম স্পষ্ট করা হয়েছে। নেপালে প্রবেশের সময় কোনও ব্যক্তি ৫,০০০ মার্কিন ডলার বা সমমূল্যের বিদেশি মুদ্রা পর্যন্ত কাস্টমসে ঘোষণা ছাড়াই নিয়ে যেতে পারবেন। তবে এর বেশি বিদেশি মুদ্রা থাকলে কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে বাধ্যতামূলকভাবে জানাতে হবে।ভারতীয় মুদ্রার ক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করেছে নেপাল রাষ্ট্র ব্যাঙ্ক। যদি কেউ ১০০ টাকা বা তার কম মূল্যমানের ভারতীয় নোট নিয়ে যান, তাহলে মোট অর্থের পরিমাণ ৫,০০০ মার্কিন ডলারের সমমূল্যের মধ্যে থাকলে আলাদা কাস্টমস ঘোষণা করতে হবে না। তবে সেই সীমা অতিক্রম করলে ঘোষণা বাধ্যতামূলক।উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের ৮ নভেম্বর ভারত সরকার ৫০০ ও ১,০০০ টাকার পুরনো

নোট বাতিল করে নতুন ৫০০ টাকার নোট চালু করেছিল। সেই সময় নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রক কারণে নেপাল পুরনো ৫০০ ও ১,০০০ টাকার নোটের পাশাপাশি ১০০ টাকার বেশি মূল্যমানের ভারতীয় নোটের ব্যবহারও বন্ধ করে দেয়।নতুন সিদ্ধান্তের ফলে ভারতীয় পর্যটকদের নেপাল সফর আরও সহজ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। একই সঙ্গে সীমান্তবর্তী ব্যবসা-বাণিজ্য, পর্যটন এবং দুই দেশের মানুষের দৈনন্দিন আর্থিক লেনদেনও আরও স্বাভাবিক ও সুবিধাজনক হয়ে উঠবে। ভারত নেপালের অন্যতম বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার এবং নেপালে আগত বিদেশি পর্যটকদের বড় অংশই ভারত থেকে যান। তাই এই সিদ্ধান্ত দুই দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করবে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

তিহাড়ে বসে চিংড়ি-পাস্তার আবদার মার্কিন ‘ভাড়াটে’ সেনার!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ভারতে ‘খিস্টান রাষ্ট্র’ তৈরির ষড়যন্ত্র করে জেলে গিয়েছেন। এবার তিহাড় জেলে বসে রীতিমতো খাদ্যতালিকা ধরিয়ে দিলেন কুখ্যাত মার্কিন ‘ভাড়াটে’ সৈনিক ম্যাথু ভ্যানডাইক। আদালতে তাঁর অভিযোগ, জেলের খাবারে বড্ড তেলমশলা দেওয়া থাকে। ফলে গলা দিয়ে খাবার যেন নামতেই চায় না। তাই মানবিক কারণে নিজের পছন্দমতো খাবারের তালিকা আদালতের কাছে তুলে ধরলেন ম্যাথু। রেড মিট থেকে পাস্তা-কী নেই সেই তালিকায়!গত ১২ মার্চ দমদম বিমানবন্দরে ম্যাথুকে গ্রেপ্তার করে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। অভিযোগ, তিনি আমেরিকার তথাকথিত ‘ডিপ স্টেট’-এর সঙ্গে যুক্ত। ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলে ‘খ্রিস্টান রাষ্ট্র’ তৈরির ভয়ংকর ষড়যন্ত্র করছিলেন তিনি। বিস্ফোরক অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়ার পর দীর্ঘদিন তিহাড় জেলে বন্দি রয়েছেন ম্যাথু। এবার তিনি বিশেষ আবেদন করেছেন পাতিয়ালা হাউস কোর্টে। তাঁর কথায়, গত ৬ মে থেকে অনশন করছেন ম্যাথু। কারণ জেলের খাবারে প্রচুর তেলমশলা দেওয়া থাকে, খাওয়ার একেবারে অযোগ্য।আদালতে ম্যাথুর আইনজীবী বলেন, ভারতীয় খাদ্যাভাসের সঙ্গে তাঁর মক্কেল একেবারেই অভ্যস্ত নন। দীর্ঘদিন খাবার না খাওয়ার ফলে ম্যাথুর ওজন ১৪ কেজি কমেছে। দৃষ্টিশক্তি কমেছে, শক্তি হারিয়েছেন। সেকারণেই আদালতে ম্যাথুর আবেদন, তাঁর খাওয়াদাওয়ার জন্য মানবিক ক্ষেত্রে যেন কিছু ছাড় দেওয়া হয়। আবেদনে ম্যাথু জানিয়েছেন, নিজের জন্য রান্নার সরঞ্জাম চাই। ইনডাকশন কুকার, চপার, বাটি-যাবতীয় জিনিস চেয়েছেন। সেই সঙ্গে ডাল, রেড মিট, চিকেন, চিংড়ি, পাস্তা, চাউমিন, আলু, পিঁয়াজ, মাখন, অলিভ ওয়েলের মতো যাবতীয় খাদ্যদ্রব্যও চেয়েছেন তিনি। আপাতত আদালত জবাব চেয়েছে তিহাড় জেল কর্তৃপক্ষের কাছে।উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে ম্যাথুর সংগঠনই উদ্বেগ প্রকাশ করে জানিয়েছিল, ভারতে খ্রিস্টানদের উপর যথেচ্ছ নিপীড়ন চলছে। ম্যাথুর ‘খ্রিস্টান রাষ্ট্র’ তৈরির ষড়যন্ত্র নিয়ে সতর্ক করেছিলেন খোদ বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও। সূত্রের খবর, ম্যাথু এবং তাঁর সংগঠন জঙ্গিদের প্রশিক্ষণও দিতেন। গত ডিসেম্বর মাসে ম্যাথু-সহ ৭ জন টুরিস্ট ভিসা নিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। মূলত অসম, মিজোরাম-সহ উত্তর-পূর্ব ভরতের বিভিন্ন রাজ্যে তারা যাতায়াত করেছিলেন। এখানেই শেষ নয়, ভারতকে রক্তাক্ত করতে তাঁরা বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনগুলিকে প্রশিক্ষণও দিয়েছিলেন বলে খবর।

নয়া রেকর্ড ২ বছরের ‘বিস্ময় প্রতিভা’ সৃজনের

নয়া জামানা ডেক্স ঃ পশ্চিম বর্ধমানের সৃজন কুণ্ডুর নাম উঠেছে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে। এই বয়সেই তার প্রখর স্মৃতিশক্তি দেখে তাজ্জব সবাই।সবেমাত্র আধো-আধো কথা বলা শুরু করেছে। বয়স ২ বছর ৮ মাস। আর এই অল্প বয়সেই তার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি আর মেধার যে পরিচয় দিচ্ছে পশ্চিম বর্ধমানের সৃজন কুণ্ডু, তা দেখে তাজ্জব সকলে! স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নাম থেকে দেবদেবীর বাহন আর মন্ত্র, পশুপাখি থেকে সবজি-ফল, মানবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাম , কী না বলতে পারে সে? আর এহেন ‘বিস্ময় প্রতিভা’কে খুঁজে বের করে স্বীকৃতি দিল ‘ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস’। ২০২৬ সালে তাদের রেকর্ডে নাম উঠেছে খুদে সৃজনের।বয়স তিন বছর পেরনোর আগেই সে সহজে চিহ্নিত করতে পারে ৬টি পোকামাকড়, ৬টি সরীসৃপ, ১৫টি প্রাণী, ১৫টি সবজি। ছবি দেখামাত্রই বলতে পারে ১৪ জন স্বাধীনতা সংগ্রামী, ১৮ জন দেবদেবীর বাহন, মানবদেহের ২০টি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নাম, ৩৭টি দেশের জাতীয় পতাকা। পাশাপাশি বাংলা ও ইংরেজিতে সপ্তাহের সাত দিনের নাম, বছরের ১২টি মাসের নাম, ১২টি মন্ত্র, হনুমান চল্লিশা আবৃত্তি এবং ভারতের ৮টি জাতীয় প্রতীকের নামও অনর্গল বলতে পারে। জেলার পাণ্ডবেশ্বরের হরিপুর গ্রামের বাসিন্দা সৃজন কুণ্ডু। বয়স তিন বছর পেরনোর আগেই সে সহজে চিহ্নিত করতে পারে ৬টি পোকামাকড়, ৬টি সরীসৃপ, ১৫টি প্রাণী, ১৫টি সবজি। ছবি দেখামাত্রই বলতে পারে ১৪ জন স্বাধীনতা সংগ্রামী, ১৮ জন দেবদেবীর বাহন, মানবদেহের ২০টি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নাম, ৩৭টি দেশের জাতীয় পতাকা। পাশাপাশি বাংলা ও ইংরেজিতে সপ্তাহের সাত দিনের নাম, বছরের ১২টি মাসের নাম, ১২টি মন্ত্র, হনুমান চল্লিশা আবৃত্তি এবং ভারতের ৮টি জাতীয় প্রতীকের নামও অনর্গল বলতে পারে। সৃজনের এই অসামান্য মেধার কারণে তার নাম উঠেছে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে। আনন্দে আত্মহারা তার পরিবার, আত্মীয়-স্বজন এবং এলাকাবাসী। সৃজনের বাবা সুখেন কুণ্ডু পেশায় একজন সিভিক ভলান্টিয়ার, মা রিম্পা গৃহবধূ। তাঁদের কথায়, ছোটবেলা থেকেই সৃজনের স্মরণশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। বাড়িতে বা বাইরে কোনও নতুন জিনিস দেখলে সে খুব সহজে তা মনে রাখতে পারত। এরপর নিয়মিত না হলেও প্রায় প্রতিদিনই খেলাধুলার ফাঁকে ছেলেকে নতুন নতুন বিষয় শেখানোর চেষ্টা করা হতো। সৃজনের মা রিম্পা কুণ্ডু জানান, একবার তিনি ছেলেকে হনুমান চল্লিশা শেখাতে শুরু করেন। অবাক করার মতো ঘটনা হল, দ্রুত তা মুখস্থ করে ফেলে সৃজন। এখন যখনই তাকে বলা হয়, সে অনর্গল সকলের সামনে হনুমান চল্লিশা আবৃত্তি করে।

মা-বাবা তাকে যা শেখায়, সেটাই নিমেষের মধ্যে মুখস্ত হয়ে যায়! ছবি সনাতন গড়াইসৃজনের বাবা সুখেন কুণ্ডু জানান, ছেলের অসাধারণ প্রতিভা দেখে তিনি অনলাইনের মাধ্যমে ‘ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস’ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ইমেলে সৃজনের বিভিন্ন দক্ষতার ভিডিও পাঠানো হয়। সেগুলি পর্যালোচনা করে কর্তৃপক্ষ মুগ্ধ হন এবং সমস্ত বিষয় যাচাই-বাছাইয়ের পর সৃজনকে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস-২০২৬এ বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেন। ছেলের এই সাফল্যে গর্বিত সুখেন ও রিম্পা কুণ্ডু বলেন, আমাদের ছেলেকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন। আমরা চাই সে বড় হয়ে একজন ভালো মানুষ হোক এবং সমাজের জন্য কাজ করুক। সকলের আশীর্বাদ ও ভালোবাসা যেন ওর সঙ্গে থাকে।

Naya Jamana Evening Edition.....22 July...2026_Layout 1 27-07-2026 17:56 Page 3

আদি বনাম নব্য বিজেপি,ভোট লুটের অভিযোগে টাকিতে চাঞ্চল্য

নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ আদি বনাম নব্য বিজেপির লড়াই। এবার তৃণমূল থেকে আদা নব্য বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট পরবর্তী অভিযোগে চাঞ্চল্য উত্তর ২৪ পরগনার টাকিতে।অভিযোগ, ২০১৫ সালে পৌরসভা নির্বাচনে টাকি পৌরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপির মনোনীত প্রার্থী পরিতোষ হালদারকে মারধর করা হয়। অভিযোগ ও ভোট লুটের অভিযোগ উঠল ওই এলাকার তৃণমূল নেত্রী তথা বর্তমানে বিজেপি নেত্রী প্রিয়াঙ্কা ব্যানার্জি, তৃণমূল নেতা আজিজুল ইসলাম গাজী, তৃণমূল নেত্রী সিমা মুখার্জি সহ বেশ কিছু তৃণমূলের কর্মীদের বিরুদ্ধে। বিজেপি কর্মী পরিতোষ হালদারের অভিযোগ, ২০১৫ সালে ২৬ এপ্রিল যখন পৌরসভা নির্বাচন হয় সেই সময় তৃণমূল নেত্রী প্রিয়াঙ্কা ব্যানার্জি সহ বেশ কিছু তৃণমূলের কর্মীরা তার উপর হামলা চালায়। ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের ভেতরে গিয়ে পোলিং

এজেন্টদের মারধর করে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়। ভোট লুট করে তৃণমূলের কর্মীরা। তারপর পরিতোষ হালদার নামে ওই বিজেপি কর্মীর মাথায় আগ্নেয় অস্ত্র ঠেকিয়ে তাকে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের অনেক দূরে নিয়ে চলে যাওয়া হয়। সেই সময় তৃণমূলের প্রভাব থাকার ফলে এই বিজেপি কর্মী কোন অভিযোগ করতে পারেননি। রাজ্যে পালাবদলের পর তিনি হাসনাবাদ থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে ওই তৃণমূল নেত্রী তথা বর্তমানে বিজেপি নেত্রী প্রিয়াঙ্কা ব্যানার্জি কোন প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি। এই প্রসঙ্গে বিজেপি কর্মী পরিতোষ হালদার বলেন। এখন রাজ্যের প্রত্যেকটি থানায় ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ দায়ের হচ্ছে। এফ আই আর করে তদন্ত করছে পুলিশ। আমাদের ক্ষেত্রে কেন হবেনা ? আমরা প্রথম থেকে বিজেপি করে এসেছি। শুদ্ধ তৃণমূল থেকে বিজেপি তে এসছে প্রিয়াঙ্কা, সিমারা। এবার এঁদের বিরুদ্ধেই আইন মেনে পদক্ষেপ নিক পুলিশ। ২০১৫ সালে পৌরসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীকে মারধর ও ভোট লুটের অভিযোগ তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধেও সরব হয়েছেন তিনি।

নানুর দিবসে কাজল শেখের গাড়িতে ডিম হামলা

নয়া জামানা,বীরভূম ঃ নানুর দিবসের কর্মসূচিকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল বীরভূমে। তৃণমূল কংগ্রেসের হাসনের বিধায়ক তথা বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখের গাড়ি লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ার অভিযোগ উঠেছে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে। একইসঙ্গে নানুরের বিধায়ক বিধানচন্দ্র মাঝিকেও নিশানা করা হয় বলে অভিযোগ। যদিও ডিম দুই বিধায়কের গায়ে লাগেনি, তাঁদের গাড়িতে আঘাত লাগে এবং কাজল শেখের গাড়ি ডিমে মাখামাখি হয়ে যায়।রবিবার, ২৭ জুলাই নানুর দিবস উপলক্ষে সুচপুরের শহিদ বেদিতে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছিলেন তৃণমূলের জনপ্রতিনিধি ও নেতারা। উল্লেখ্য, ২০০০ সালের ২৭ জুলাই নানুরের সুচপুর গ্রামে তৃণমূল সমর্থক ১১ জন খেতমজুর খুন হন। সেই ঘটনায় তৎকালীন

বামফ্রন্ট সরকারকে দায়ী করে আসছে তৃণমূল কংগ্রেস। প্রতিবছরের মতো এবারও শহিদদের স্মরণে আয়োজিত হয় নানুর দিবসের কর্মসূচি।অভিযোগ, শহিদ বেদিতে শ্রদ্ধা নিবেদনের সময় কাজল শেখ ও বিধানচন্দ্র মাঝির গাড়ি লক্ষ্য করে ডিম ছোড়েন বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের একাংশ। পাশাপাশি 'চোর' স্লোগানও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। তবে ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশ পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনে।ঘটনার পর কাজল শেখ বলেন, আমি এখানকার জনপ্রতিনিধি। তার আগেও প্রতি বছর নানুর দিবসে এসে শহিদদের শ্রদ্ধা জানিয়েছি। আজও এসেছি। কিন্তু আমি পৌঁছনোর পর আমার গাড়ি লক্ষ্য করে কতিপয় সমাজবিরোধী ডিম ছুড়েছে। পুলিশকে ধন্যবাদ, তারা পরিস্থিতি খুব ভালোভাবে সামলেছে। যারা এই কাজ করেছে, এটা বাংলার কৃষ্টি-সংস্কৃতি নয়। তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।তবে এই ঘটনায় বিজেপির পক্ষ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে, কারা ডিম ছুড়েছে এবং ঘটনার নেপথ্যে কারা রয়েছে, সে বিষয়ে পুলিশও এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও মন্তব্য করেনি। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

জঙ্গিপুর পুরসভায় তৃণমূল বোর্ডে ভাঙন, অপসারিত চেয়ারম্যান মফিজুল ইসলাম

রাজু শেখ,নয়া জামানা,জঙ্গিপুর ঃ জঙ্গিপুর পুরসভায় বড় রাজনৈতিক পরিবর্তন। তৃণমূল পরিচালিত এই পুরসভার চেয়ারম্যান মফিজুল ইসলাম অনাস্থা ভোটে অপসারিত হয়েছেন।

যদিও সূত্রের খবর, সোমবার নির্ধারিত অনাস্থা বৈঠকের আগেই তিনি চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দেন।

তবে সেই পদত্যাগপত্র বৈঠক পর্যন্ত পুরসভার হাতে পৌঁছায়নি বলে দাবি করেছেন ভাইস চেয়ারম্যান সন্তোষ চৌধুরী। এর জেরে কার্যত ভেঙে গেল জঙ্গিপুর পুর বোর্ড। আগামী দিনে সেখানে প্রশাসক নিয়োগ করা হতে পারে বলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে।

কয়েকদিন আগেই ভাইস চেয়ারম্যান সন্তোষ চৌধুরীর নেতৃত্বে ১১ জন কাউন্সিলর চেয়ারম্যান মফিজুল ইসলামের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন। সেই প্রস্তাব মহকুমাশাসকের দপ্তরে জমা পড়ার পর সোমবার অনাস্থা ভোটের জন্য বৈঠক ডাকা হয়।সভায় মফিজুল ইসলামের বিরুদ্ধে ভোট দেন তৃণমূলের ১৫ জন কাউন্সিলর, সিপিএমের ৩ জন এবং কংগ্রেসের ১ জন। বিজেপির কোনও কাউন্সিলর এদিন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না।

অনাস্থা ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন পাওয়ায় মফিজুল ইসলামকে চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারণ করা হয়।উল্লেখ্য, জঙ্গিপুর পুরসভার মোট ২১টি আসনের মধ্যে নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ১৫টি, সিপিএম ৩টি, কংগ্রেস ২টি এবং বিজেপি ১টি আসনে জয়ী হয়েছিল। পরে বিরোধী শিবিরের একজন কাউন্সিলর তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় তৃণমূলের শক্তি আরও বাড়ে।

সেই বোর্ডের চেয়ারম্যান হন মফিজুল ইসলাম এবং ভাইস চেয়ারম্যান হন সন্তোষ চৌধুরী। তবে সময়ের সঙ্গে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে সরব হন ভাইস চেয়ারম্যান ও দলের একাংশ, যার জেরেই অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়।অনাস্থা ভোটের পর ভাইস চেয়ারম্যান সন্তোষ চৌধুরী বলেন, আমরা সবাই মিলে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছিলাম। আজ ভোটাভুটি হয় এবং সবাই চেয়ারম্যানের অপসারণের পক্ষেই ভোট দেন। নিয়ম অনুযায়ী নতুন বোর্ড গঠনের জন্য আবেদন জানানো হবে।চেয়ারম্যানের পদত্যাগ প্রসঙ্গে সন্তোষ চৌধুরী জানান, অনেকদিন ধরেই শুনছিলাম মফিজুল ইসলাম পদত্যাগ করবেন।

কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাঁর পদত্যাগপত্র পুরসভার হাতে এসে পৌঁছায়নি।রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর কলকাতা পুরসভা-সহ একাধিক পুরসভায় প্রশাসনিক অচলাবস্থা ও বোর্ডে ভাঙনের ঘটনা সামনে এসেছে। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল জঙ্গিপুর পুরসভাও। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, আগামী নভেম্বর মাসে রাজ্যের পুরসভাগুলির নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় ততদিন পর্যন্ত জঙ্গিপুর পুরসভায় প্রশাসক নিয়োগ করা হতে পারে। যদিও প্রশাসনের তরফে এ বিষয়ে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি।

ঐতিহাসিক মন্দিরের পাশে দুষণমুক্ত পুকুর উদ্বোধনে বাধা মন্ত্রীকে

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ বর্ধমান শহরের রাজ ঐতিহাসিক সর্বমঙ্গলা মন্দিরের লাগোয়া একটি পুকুরের উদ্বোধন আটকে দেওয়া হল। আনুষ্ঠানিকভাবে মিদ্যা পুকুর নামে ওই জলাশয় সংস্কারের পর এদিন ভক্তদের উদ্দেশ্যে সেটির উদ্বোধন করার কথা ছিল রাজ্যের মন্ত্রী তথা বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্রের। কিন্তু পুকুরের মালিক পক্ষের তরফে কয়েকজন এসে মন্ত্রীকে ফিতে কাটতে বাধা দেন। এ নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। পরে মন্ত্রী উদ্বোধন না করেই ফিরে যান। বর্ধমান রাজাদের তৈরি সর্বমঙ্গলা মন্দিরে সারা দেশের হাজার হাজার ভক্তদের সমাগম ঘটে। সেই মন্দিরের একবারে পাশেই রয়েছে মিদ্যা পুকুর নামে একটি জলাশয়। দীর্ঘ বছর ধরে ওই পুকুরের জল নোংড়া আর্বজনায় ভরে উঠেছিল। মন্দির ট্রাস্ট কমিটির প্রস্তাব অনুযায়ী জলাশয় দূষণ মুক্ত করে সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়। যাতে ভক্তরা ওই পুকুর ব্যাবহার করতে পারেন। পরে এখন পর্যন্ত প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা খরচ করে পুকুরের পাড় বাঁধানো, জল পরিস্কার সহ সৌন্দর্যের কাজ হয়। তারপর আনুষ্ঠানিকভাবে ভক্তদের জন্য এদিন পুকুরের গেট খুলে দেবার কথা। সেই মতো এদিন দুপুরে উদ্বোধন করার কথা ছিল। তার আগে পুকুরের চারপাশে ফুল ও বেলুন দিয়ে সাজিয়ে লাইট লাগিয়ে সমস্ত কিছুর আয়োজন করা হয়। মন্ত্রী ছাড়াও ছিলেন বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার সহ অন্যান্য অতিথিরা। কিন্তু ফিতে কাটার আগে মালিকদের কয়েকজন শরিক মন্ত্রীকে বাধা দেন। মালিক পক্ষের দাবি তাদের না জানিয়ে উদ্বোধন এর আয়োজন করা হয়েছে। যদিও মন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র কোন রকম তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে পড়েননি। তবে মালিক পক্ষের কয়েকজনের সঙ্গে বিজেপি কর্মী এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের বচসায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। বাসিন্দাদের দাবি পুকুরের উদ্বোধন করতে দিতে হবে। অন্যদিকে মন্ত্রী বলেন, এই পুকুর এক সময় পরিবেশ দূষনের কারন হয়ে উঠেছিল। তাই মালিক পক্ষের অনুমতি নিয়ে পৌরসভার টাকায় সংস্কার করা হয়েছে। তবুও আমরা জবরদখলে বিশ্বাসী নই, সেজন্য কোন বির্তকে যেতে চাইনা। অন্যদিকে মন্দির ট্রাস্ট কমিটির সম্পাদক সঞ্জয় ঘোষ জানান, দূষণ বন্ধ করতে মন্দির লাগোয়া ওই পুকুরের সংস্কার হয়েছে মালিকপক্ষের এনওসি নিয়ে। এ ব্যাপারে টাকা খরচ করেছে পৌরসভা। তাদের এজন্য ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। উভয় পক্ষের অনুমতি নিয়ে বোর্ড মিটিং-এ পাস হবার সংস্কার হয়েছে। তাই মালিক পক্ষের বাধাদান অযৌক্তিক। যদিও তিনি জানিয়েছেন, মন্দিরের মঞ্চ থেকেই মন্ত্রী পুকুরের উদ্বোধন করেছেন যাতে ভক্তরা জলাশয় ব্যাবহার করতে পারেন।

ভুয়ো পাসপোর্ট মামলায় দুর্গাপুরে এনআইএ-র তল্লাশি

সীতারাম মুখোপাধ্যায়, নয়া জামানা, দুর্গাপুর ঃ সাত সকালেই জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-র একটি দল পৌঁছে যায় দুর্গাপুরের নিউ স্টিল পার্ক এলাকায়। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা সংলগ্ন ওই এলাকায় গোলাম জামার ওরফে গুড্ডুর বাড়িতে শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযান। সূত্রের খবর, একজন মহিলা আধিকারিক-সহ মোট ছয় সদস্যের একটি এনআইএ দল এই অভিযানে রয়েছে। অভিযানের সময় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে পুলিশও উপস্থিত রয়েছেন। তবে কি কারণে অভিযান তা স্পষ্টভাবে জানা যায়নি।প্রতিবেশী সামিম আলম জানান, গোলাম জামার স্ত্রী বলেছিলেন যে গুড্ডু ভিনদেশে মালয়েশিয়াতে ছয় মাস ছিল।ও টায়ারের দোকানে কাজ করত।খুব একটা ভালো কাজ হত না।ওর বাড়ি ছত্তিশগড়ে বলেও আমরা শুনেছি। এলাকার মানুষের সাথে সেভাবে তার যোগাযোগ ছিল না।সূত্র মারফত পাওয়া খবর অনুযায়ী ছত্রিশগড়ের কোন একটি নাশকতামূলক ঘটনার সাথে গোলাম জামার নাম জড়িয়ে ছিল। এছাড়াও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ঠিকা কর্মী সরবরাহের নামে হিউম্যান ট্রাফিকিং এর সাথে গোলাম জামার ওতপ্রোত যোগ ছিল বলেও একটি সূত্র থেকে অভিযোগ তোলা হচ্ছে।

Naya Jamana Evening Edition.....22 July...2026_Layout 1 27-07-2026 17:56 Page 4

যে বাড়িতে শুরু হয়েছিল বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন

াকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে খানিকটা মুঘল স্থাপত্যের আদলে লাল রঙের এক বাড়ি। তবে মুঘলদের বানানো নয়, বাড়িটা তৈরি করিয়েছিলেন ব্রিটিশরা। ভালোভাবে খেয়াল করলে বোঝা যাবে, বাড়িটার কাঠামোতে ইউরোপীয় রীতিরও প্রভাব আছে। ব্রিটিশদের তো নিজস্ব সমৃদ্ধ স্থাপত্যশৈলী ছিল, তাহলে মুঘল রীতির সংমিশ্রণ কেন ঘটানো হল বাড়িটায়?

এই স্থাপত্যের মাধ্যমে ইংরেজরা বোঝাতে চেয়েছিলেন, গোটা ভারতীয় উপমহাদেশে তাঁদের অবস্থান মুঘল সম্রাট আকবরের মতো। আকবরকে তাঁরা সবথেকে পরিশীলিত মুঘল সম্রাট বলে স্বীকার করতেন। তাই আকবরের তৈরি করানো ফতেহপুর সিক্রির দিওয়ান-ই-খাসের মতো লাল রঙে গোটা বাড়িটা রাঙানো। এই বাড়িটার নাম কার্জন হল। এইরকম নাম দেওয়া হয়েছে, তার কারণ, ব্রিটিশ ভারতের দাপুটে এক গভর্নর জেনারেল জর্জ নাথানিয়েল কার্জন বাড়িটার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। তখন ১৯০৪ সাল। ব্রিটিশ প্রশাসন বঙ্গভঙ্গের তোড়জোর শুরু করে দিয়েছে তখন থেকেই। প্রাদেশিক রাজধানী হিসেবে ঢাকা শহরকে গড়ে তোলার প্রস্তুতিও চালু হয়ে গিয়েছিল। সেই বছরের ১৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকার রমনা অঞ্চলে এই বাড়িটার ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করলেন খোদ গভর্নর জেনারেল। বাড়িটা কেন বানানো হয়েছিল, তা নিয়ে সবথেকে প্রচলিত মতটি হল, প্রাদেশিক রাজধানীর টাউন হল হিসেবে এটাকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন ব্রিটিশরা। কিন্তু এই বক্তব্য সঠিক নয়। ঢাকা কলেজের গ্রন্থাগার হিসেবেই এটিকে গড়ে তোলা হয়েছিল, এবং তার জন্য অর্থসাহায্য করেছিলেন ভাওয়ালের রাজকুমার। ১৯০৪ সালে ঢাকা শহরের সবথেকে পুরোনো সংবাদপত্র 'ঢাকা প্রকাশ'-এ লেখা হয়েছিল, ত্যাকা কলেজ নিমতলীতে স্থানান্তরিত হইবে। এ কলেজের সংশ্রবে একটি পাঠাগার নির্মাণের জন্য সুযোগ্য প্রিন্সিপাল ডাক্তার রায় মহাশয় যত্নবান ছিলেন। বড়লাট বাহাদুরের আগমন উপলক্ষ্যে ভাওয়ালের রাজকুমারগণ এ অঞ্চলে লর্ড কার্জন বাহাদুরের নাম চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্তে 'কার্জন হল' নামে একটি সাধারণ পাঠাগার নির্মাণের জন্য দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়াছেনদ।

কার্জন হল

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হলে কার্জন হল প্রাদেশিক রাজধানীর প্রশাসনিক ভবন হয়ে উঠেছিল। তারপর আবার যখন ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হল, তখন থেকে ঢাকা কলেজের ক্লাস নেওয়া শুরু হল এই বাড়িতে। ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। কার্জন হল তখন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় বিজ্ঞান বিভাগের ক্লাসরুম এবং পরীক্ষাকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের জন্য।

পরে বিজ্ঞানের অনেকগুলো শাখার পঠনপাঠন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হলে কার্জন হলের অবয়বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিজ্ঞানের অন্য ভবনগুলো তৈরি করা হয়।কার্জন হলের ইতিহাসে রয়েছে আরও এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। দেশভাগের পর তখন বছরখানেকও কাটেনি। ১৯৪৮ সালে মহম্মদ আলি জিন্নাহ এই বাড়িতেই ঘোষণা করলেন, একমাত্র উর্দুই হবে গোটা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। তক্ষুনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা প্রতিবাদে ফেটে পড়লেন।

কার্জন হল থেকেই প্রথম উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করা হয়। ভাষা আন্দোলনের জোয়ার ছড়িয়ে পড়ল গোটা ঢাকা শহরে, এবং তারপর সমস্ত পূর্ববঙ্গে। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

এই স্থাপত্যের মাধ্যমে ইংরেজরা বোঝাতে চেয়েছিলেন, গোটা ভারতীয় উপমহাদেশে তাঁদের অবস্থান মুঘল সম্রাট আকবরের মতো। আকবরকে তাঁরা সবথেকে পরিশীলিত মুঘল সম্রাট বলে স্বীকার করতেন। তাই আকবরের তৈরি করানো ফতেহপুর সিক্রির দিওয়ান-ই-খাসের মতো লাল রঙে গোটা বাড়িটা রাঙানো। এই বাড়িটার নাম কার্জন হল। এইরকম নাম দেওয়া হয়েছে, তার কারণ, ব্রিটিশ ভারতের দাপুটে এক গভর্নর জেনারেল জর্জ নাথানিয়েল কার্জন বাড়িটার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। তখন ১৯০৪ সাল। ব্রিটিশ প্রশাসন বঙ্গভঙ্গের তোড়জোর শুরু করে দিয়েছে তখন থেকেই।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।